গাংনীর বেতবাড়ীয়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়ীয়া গ্রামের বিশ্বাস পাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৯ই মে) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রান্না ঘরের চুলায় থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবারের ২ লক্ষাধীক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলের দিকে বেতবাড়ীয়া গ্রামের জলিল উদ্দিনের রান্না ঘরে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। মুহুর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়। ফলস্বরূপ পার্শ্ববর্তী ফজল বিশ্বাস ও নাজির উদ্দিন বিশ্বাসের বসতঘর আগুন লেগে যায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইসাহাক আলী জানান, আমারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। অগ্নিকাণ্ডে ২ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ২টি ছাগল আগুন পুড়ে মারা গেছে এবং একটি গরুও মারাত্মক ভাবে পুড়ে গেছে। বসতঘর সহ প্রয়োজনিও আসবাবপত্র পুড়ে ছায় হয়েছে। রান্নাঘরের চুলায় থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে; এধরণের ঘটনা এড়াতে আগুনের ব্যবহারে অসাবধানতা দূর করে সচেতন হওয়া জরুরি।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইনের নির্দেশে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহোযোগিতা করা হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, আমার ইউনিয়নের বেতবাড়ীয়া গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় কয়েকজন ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নগদ অর্থ ও চাউল দিয়ে সহোযোগিতা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করেছি। ক্ষতির পরিমাণের কাছে আমাদের সহোযোগিতা নগণ্য তাই সমাজের বিত্তবানদের ঐ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করছি।

মেহেরপুরে দায়িত্বে অবহেলায়, দুই শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে অব্যহতি

পরীক্ষা কেন্দ্রে অনিয়ম ও দায়ীত্বে অবহেলার অভিযোগে নাজমুল হক ও আরিফুল ইসলাম নামের দুই শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে অব্যহতি দিয়েছেন কেন্দ্র সচিব।

আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ১০৬ নং কক্ষে এই দুই শিক্ষক গণিত পরীক্ষা দায়িত্ব পালন করছিলেন। তারা দুজনেই বাকী পরীক্ষাগুলোতে কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

নাজমুল হক মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ও আরিফুল ইসলাম কালিগাংনী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব মিজানুর রহমান বলেন, অভিযুক্ত এই দুই শিক্ষক পরীক্ষার ১০৬ নং কক্ষে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পরীক্ষার শুরুতেই তারা দায়িত্বে অবহেলা করে অবজেক্টিভ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেরিতে সরবরাহ করেছে। কিন্তু পরে তাদের সেই অপচর সময়টুকু লিখার সুযোগ দেননি। ওই কক্ষের পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তবে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রেখে বিক্রয় করা ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা এবং রঙ মেশানো সাদা চালকে লাল চাল বলে বিক্রয়ের অপরাধে দুটি প্রতিষ্ঠাণকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ আজ মঙ্গলবার দুপুৃরে সদর উপজেলার চাঁদবিল ও আমঝুপি বাজার এলাকার দুটি প্রেতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, সদর উপজেলার চাদবিলে মেসার্স আনারুল স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রেখে বিক্রয় করা ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া অপর প্রতিষ্ঠান আমঝুপি বাজার এলাকার মেসার্স আলমিজ ট্রেডার্সকে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও রঙ মেশানো সাদা চালকে লাল চাল বলে বিক্রয়ের অপরাধে ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তারিকুল ইসলাম ও এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম ভ্রাম্যমান অভিযানে সহযোগিতা করেন।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। অভিযানে এলাকার বেশ কিছু মুদিখানা, ফার্মেসি, হোটেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স এর আমার প্রতিজ্ঞা দিবস পালন

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে আমার প্রতিজ্ঞা দিবস পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্লাসরুমে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা দিবস পালন করা হয়।

আমার প্রতিজ্ঞা দিবসে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার বিভোব দেওয়ান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক লুকহরেন্দ্র বিশ্বাস,বল্লভপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জমিরুল ইসলাম।

প্রতিজ্ঞা দিবসে প্রজেক্ট ম্যানেজার বিভোব দেওয়ান ছাত্র ছাত্রীদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান, ৫ টি প্রতিজ্ঞা যা আমি কখনোই করব না। (১) আমি স্কুলে অনুপস্থিত থাকব না (২) আমি শিশু শ্রমে অংশ নেব না (৩) আমি বাল্য বিবাহ করব না (৪) আমি কখনো অসৎ কাজ করব না (৫) আমি নিজের ও অন্যের জীবন বিপন্ন করব না ।
এবং ৫ টি প্রতিজ্ঞা যা আমি করব (১) আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করব (২) আমি আমার স্বপ্নকে সফল করব (৩) আমি আমার পরিবার নিয়ে সুখে থাকব
(৪) আমি সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন যাপন করব (৫) আমি একজন সু- প্রতিবেশী হব। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা শপথ বাক্য মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন,মেহেরপুর সিডিপির ইউথ লিডার শামিম খাঁন।

https://causelist.judiciary.gov.bd/

সমাপনি বক্তব্যে তিনি মেহেরপুরের সকল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মচারিদের প্রতিদিনের মামলার হালনাগাদ তথ্য অনলাইনে ইনপুট দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক এমন যুগান্তকারী একটি উদ্যোগ গ্রহন করায় তিনি সরকার এবং এ টুআই জুডিসিয়ারি টিমকে ধন্যবাদ জানান। স্মার্ট জুডিসিয়ারি বিনির্মানে মেহেরপুর বিচার বিভাগ তার সর্বোচ্চটি দিয়ে কাজ করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ভার্চুয়াল

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ৫ নারীসহ ৯ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাভূক্ত ৫ নারীসহ ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাত ব্যাপি আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে থানা পুলিশের পৃথক টিম একাধিক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আমির আলীর স্ত্রী আয়েশা খাতুন মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, ওসমান আলীর স্ত্রী সানোয়ারা খাতুন, মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, মোবারক হোসেনের স্ত্রী সেলিনা খাতুন, মামলা নং সিআর ৩৭২/২২, বাবুল শাহ’র স্ত্রী পারুল খাতুন মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সাবানা খাতুন মামলা নং সিআর ৩৭৩/২২, গাংনী থানার নিয়মিত মামলা নং ১১, তারিখ ০৮/০৫/২৩, ধারা ৪৩৬ পিসি এর আসামি নওদাপাড়া গ্রামের রিয়াজতুল্লাহর ছেলে রোজিফোর ও তার ছেলে হৃদয় হোসেন, সিআর মামলা নং ২১৮/২০২২ এর আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের রহমতুল্লাহ খাঁ এবং মামলা নং সিআর ২২৮/২০২৩ এর আসামি গাঁড়াডোব গ্রামের লালু’র ছেলে জনি হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে গাংনী থানার একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আসামিদের আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪, হেরোইন উদ্ধার

মুজিবনগরে হেরোইন বিক্রেতাসহ বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের হযরত আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন, আব্দুস সালামের স্ত্রী ইরানি সুলতানা, তাদের নামে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলা নং ২২৯/২৩, আনন্দবাস গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে সলিম উদ্দীন , মামলা নং জিআর ২০/২৩ ইং। এছাড়া ২ গ্রাম হেরোইনসহ আনন্দবাস গ্রামের আরজুল্লাহর ছেলে জুলফিকার মল্লিক।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদে আনন্দবাস গ্রামে অভিযান ২ গ্রাম হেরোইনসহ জুলফিকার মল্লিককে আটক করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশের পৃথক টিম একই গ্রামে অভিযান চালিয়ে জিআর ও সি আর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার করে।

আটক জুলফিকার মল্লিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ৫ দালালকে ৫ দিনের কারাদন্ড

সরকারি হাসপাতালে আগত সাধারণ রোগীদের ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ৩ নারীসহ ৫ জন দালালকে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

আজ মঙ্গলবার (৯ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্ত্বরে সদর থানার পুলিশের সহযোগীতায় অভিযান চালিয়ে এসব দালালকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: মিন্টু আলীর স্ত্রী খাজুরা খাতুন(৩৫), সদর উপজেলার বাঁড়িবাকা গ্রামের ইজারুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩২), যাদবপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (৩২), দিঘিরপাড়া গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে সোহাগ হোসেন (৩২) ও দিঘিরপাড়া গ্রামের আলাউদ্দীনের মেয়ে জেসমিন খাতুন (৩৩)।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, দন্ডিতরা দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে আসা গ্রামের রোগীদের ভুল বুঝিয়ে সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে ও ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে গিয়ে কমিশন বাণিজ্য করে থাকেন। এতে রোগীদের সময়, অর্থ ও স্বাস্থের হানি ঘটে। এদের বারবার শতর্ক করার পরেও প্রতিনিয়ত এই অনৈতিক কাজ করে থাকেন। আজ মঙ্গলবার তাদের আটক করে দন্ড বিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় প্রত্যেককে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), সাইফুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগীতা করেন।

উল্লেখ্য, দন্ডিতদের এর আগেও বেশ কয়েকবার আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে নিয়ে জেল ও জরিমানা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্নভাবে শতর্ক করা হয়েছে। তারপরেও তারা একই কাজ বার বার করেন।

মুজিবনগরে মাদক বিরোধী অভিযানে ৩ জন আটক

মুজিবনগরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ মাদকসেবীকে আটক করেছে থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের বাসাদ আলীর ছেলে সবুজ (২৭), মোনাখালি গ্রামের মৃত আজিজুল ফকিরের ছেলে ফারুক হোসেন (২৫) ও ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে লাল চাঁদ (৪২)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের আটক করেন।

গতকাল সোমবার (৮ মে) দিনের বিভিন্ন সময়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের আটকের পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করে মাদকাসক্ত হিসেবে চিহিৃত হয়।

পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা দিয়ে সন্ধ্যার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ১৫ মে বোম্বায়, ২৫ মে হিমসাগর আম ভাঙা শুরু

মেহেরপুরে ১৫ মে বোম্বায় এবং ২৫ মে হিম সাগর আম ভাঙার জাত ভেদে আম ভাঙার তারিখ নির্ধারণ করেছে জেলা প্রশাসন। নিরাপদ, বিষমুক্ত ও পরিপক্ক আম বাজারজাত নিশ্চিত করতে স্থানীয় আমচাষী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে এই তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া অন্য জাতের আমগুলোর মধ্যে গোপালভোগ ১৮ মে, ফজলি ২০ জুন, ল্যাংড়া ২৮ মে এবং আম্রপালি ৫ জুন থেকে ভাঙা যাবে। সবার শেষে ১৫ জুলাই থেকে ভাঙা যাবে বিশ্বনাথ, আশ্বিনা ও বারি-৪ জাতের আম।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপপরিচালক (ডিডি) শংকর কুমার মজুমদার, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. মহা: আব্দুস সালাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছা: রনী খাতুন, আম ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলাম শাহিন, আলাউদ্দীন আলী, হারুন অর রশিদসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, ‘অসময়ে আম পাড়া বন্ধে এবং ক্যালসিয়াম, কার্বাইড, পিজিআর, ফরমালিন, ইথিফনের মতো কেমিক্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে যেন আম পাকানো না হয়, তার জন্য গাছ থেকে আম নামানোর ক্ষেত্রে সময় বেধে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুলিশ কঠোরভাবে মনিটরিং করবে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় চলতি মৌসুমে আমের চাষ হয়েছে ২৩ হাজার ৪০ হেক্টর জমিতে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১৭ থেকে ১৮ মেট্রিক টন হিসেবে আমের সম্ভাব্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন।